মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৬

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ

الفصل الثالث

আরবী

عَن عَمْرو بن عبسة قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُول الله من تبعك عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كره رَبك عز وَجل قَالَ قلت فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ قَالَ جَوف اللَّيْل الآخر. . رَوَاهُ أَحْمد

বাংলা

৪৬-[৪৫] ’আমর ইবনু ’আবাসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এ দীনে (ইসলামের দা’ওয়াতের ব্যাপারে একেবারে প্রথমদিকে) আপনার সাথে আর কারা ছিলেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আযাদ ব্যক্তি (আবূ বকর) ও একজন গোলাম (বিলাল)। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস বললাম, ইসলাম (তার নিদর্শন) কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মার্জিত কথাবার্তা বলা ও (অভুক্তকে) আহার করানো। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঈমান (তার পরিচয়) কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (গুনাহের কাজ হতে) ধৈর্য ধরা ও দান করা। তিনি (’আমর) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। (’আমর বলেন) আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ঈমান (ঈমানের কোন্ শাখা) উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সৎস্বভাব। (’আমর বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, সালাতে কোন্ জিনিস উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্বিয়াম (কিয়াম) করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ হিজরত উত্তম। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করে তুমি এমন কাজ ছেড়ে দিবে। আমি বললাম, কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যার ঘোড়ার

হাত-পা কর্তিত এবং নিজের রক্ত নির্গত হয়েছে (অর্থাৎ- সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধে মারা যায় এবং সেও শহীদ হয়)। আমি বললাম, সর্বোত্তম কোন্ সময়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, শেষ রাতের মধ্যভাগ। (আহমাদ)[1]

English

Chapter - Section 3

‘Amr b. ‘Abasa said:
I came to God's messenger and asked, “Who is associated with you in this matter, messenger of God?” He replied, “Both freeman and slave.” I asked what Islam was and he said, I “Pleasant speech and the provision of food.” I asked what faith was and he said, “Endurance and benevolence.” I asked what aspect of Islam was most excellent, and he replied that it was to be seen in him from whose tongue and hand the Muslims were safe. I asked what aspect of faith was most excellent, and he replied that it was a good disposition. I asked what feature of prayer was most excellent, and he replied that it consisted in standing for a long time in [silent] humility. I asked him what aspect of emigration (hijra) was most excellent, and he replied, “Abandoning (an tahjura) what your Lord abhors.” I asked what aspect of jihad was most excellent, and he replied that it was when a man’s steed was wounded and his blood was shed. I asked him which hour was most excellent, and he replied that it was towards the end of the darkest part of the night.

Ahmad transmitted it.

ফুটনোট

[1] সহীহ: আহমাদ ১৮৯৪২, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৫১।

এখানে قُنُوْطٌ (কুনূত্ব) দ্বারা ক্বিয়াম (কিয়াম), ক্বিরাআত (কিরআত) অথবা বিনয় নম্রতা তিনটিই উদ্দেশ্য হতে পারে। جَوْفُ اللَّيْلِ (জাওফুল লায়ল) অর্থ মধ্যরাত্রি। ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাদীসটি তার মুসনাদের ৫/২৩২ নং পৃষ্ঠায় সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: উত্তম কথা বলা ও খাদ্য খাওয়ানো- এ দু’টি বিষয়ের মধ্যে উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দয়া প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যদি তা মিষ্টি কথার মাধ্যমেও হয়। ইমাম ত্বীবী বলেনঃ এ হাদীসে ঈমানকে ধৈর্য

ও দানশীলতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা ধৈর্য নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করার আর দানশীলতা আদিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের প্রমাণ বহন করে। যেমনটি হাসান বসরী (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন। এ দু’টি অভ্যাসের সাথে উত্তম চরিত্রকে সংযোজন করা হয়েছে। এর ভিত্তি হলো ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বাণী ‟রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন” অর্থাৎ- তিনি তা পালন করেন আল্লাহ তাঁকে যে আদেশ প্রদান করেছেন, আর তা থেকে বিরত থাকেন আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন। কোন্ ইসলাম উত্তম, অর্থাৎ- কোন্ শ্রেণীর মুসলিম অধিক সাওয়াবের অধিকারী।

خُلُقٌ এমন ক্ষমতা বা যোগ্যতাকে বলা হয় যার কারণে কোন ব্যক্তির দ্বারা সহজেই কোন কাজ সম্পাদন হয়। কোন্ সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) উত্তম? এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‟দীর্ঘ কুনূত”, অর্থাৎ- দীর্ঘ ক্বিয়াম (কিয়াম) অথবা ক্বিরাআত (কিরআত) বা নম্রতা। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক প্রকাশমান।

কোন্ হিজরত উত্তম? এ প্রশ্নের কারণ এই যে, হিজরত অনেক প্রকারের রয়েছে। উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তা পরিত্যাগ করবে যা তোমার রব অপছন্দ করেন। এ প্রকারের হিজরত উত্তম এজন্য যে তা ব্যাপক।

কোন্ প্রকারের জিহাদ বা কোন্ ধরনের মুজাহিদ উত্তম? এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিহাদে যার ঘোড়া নিহত হয়েছে এবং তার নিজের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেই উত্তম মুজাহিদ। এ মুজাহিদ এজন্য উত্তম যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পদও ব্যয় করেছেন এবং নিজেও শাহীদ হয়েছেন।

(جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ) দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের ২য় ভাগের মধ্যাংশ। আর তা হলো রাতের ছয় ভাগের কম সময়। আর রাতের এ অংশেই আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ‘আমর ইবনু ‘আবাসাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, ‟শেষ রাতের মধ্যভাগে মহান রব বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। যারা এ সময়ে আল্লাহর স্মরণে মত্ত থাকে তুমি সক্ষম হলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও”।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আমর ইবন আবাসা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54604

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন